দৈনিক বাংলা

043

তারিখ ... ১২।৭।৮৩...
পৃষ্ঠা... ... ...কলাম... ... ...

১২/৭/৮৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষে বিএসসি ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্সের প্রথম বর্ষে

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে চার বছর মেয়াদী স্নাতক প্রকৌশল শিক্ষাক্রমের ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষা সালের প্রথম বর্ষে চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ১৮০ (এক শত আশি)টি আসনে ভর্তি হইতে ইচ্ছুক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অথবা উহাদের সমপর্যায়ের পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী হইতে উক্ত মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। উক্ত ফরমের সহিত সরবরাহকৃত প্রচারপত্রে এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানা যাইবে।

১। প্রার্থীর সাধারণ যোগ্যতাঃ সশস্ত্র বাহিনীর ও তাহাদের মনোনীত বান্দরবান জেলার উপজাতীয় এবং বিদেশী প্রার্থী ব্যতীত অন্য সকল প্রকার প্রার্থীর ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভের জন্য নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকিতে হইবে।

(ক) যাহারা ১৯৭৮ সালের পূর্বে মাধ্যমিক অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারা প্রার্থী হইবার অযোগ্য। প্রার্থীকে ১৯৭৮ সালের মাধ্যমিক অথবা সমমানের পরীক্ষায় নিয়মিত প্রার্থী হিসাবে অথবা তৎপরবর্তী অনুরূপ কোন পরীক্ষায় যেকোন ধরনের প্রার্থী হিসাবে কোন বিষয়ে গ্রেইস নম্বর না পাইয়া সকল বিষয়ে পাস হইতে হইবে। ১৯৮১ সালের মাধ্যমিক অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী গ্রেইস নম্বর বাদে উক্ত পরীক্ষার মোট নম্বরের কমপক্ষে শতকরা ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) নম্বর প্রাপ্ত হইতে হইবে এবং অন্য সকল প্রার্থীকে অনুরূপ পরীক্ষায় একইভাবে কমপক্ষে শতকরা ৫৫% (শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ) নম্বর অর্জনকারী হইতে হইবে।

(খ) ১৯৮৩ সালে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক অথবা উহার সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল প্রকার প্রার্থী কোন বিষয়ে গ্রেইস নম্বর না পাইয়া উক্ত পরীক্ষায় তাহার সকল বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক বিষয়ে পাস এবং কোনরূপ গ্রেইস নম্বর বাদে সর্বমোট নম্বরের ন্যূনপক্ষে ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) নম্বর পাইতে হইবে। তদুপরি উক্ত পরীক্ষায় তাহাকে গণিত পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের প্রত্যেকটিতে পৃথকভাবে প্রতি বিষয়ের মোট নম্বরের কমপক্ষে ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) নম্বর এবং এই তিন বিষয়ে গড়ে কমপক্ষে ৫৫% (শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ)নম্বর অর্জনকারী হইতে হইবে। অন্যান্য সকল প্রার্থীকে উপরে বর্ণিত সকল ক্ষেত্রে ৫৫% (শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ) নম্বর প্রাপ্ত হইতে হইবে এবং অপরাপর শর্তাবলীও পূরণ করিতে হইবে।

(গ) বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের প্রকৌশল ডিপ্লোমার যেকোন শাখার পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ বাংলাদেশী নাগরিকরাও প্রার্থী হইবার যোগ্য। ইহা উপরোক্ত ১(খ) অনুচ্ছেদের বিকল্প।

(ঘ) সশস্ত্র বাহিনীর ও তাহাদের মনোনীত বান্দরবান জেলার উপ-জাতীয় এবং বিদেশী প্রার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অথবা উহাদের সমমানের পরীক্ষাসমূহের প্রত্যেকটিতে ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

(ঙ) অঙ্গ-বৈকল্য, অসংশোধনীয় দৃষ্টি বিভ্রাট, অস্ফুট বাকশক্তি, বধিরতা, মানসিক ভারসাম্যহীনতা এবং একটানা দীর্ঘক্ষণ যুগপৎ কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে অপারগতা প্রার্থীকে ভর্তির অযোগ্য প্রতিপন্ন করিবে।

২। আসন ব্যবস্থাঃ (ক) সাধারণ প্রার্থী—১৬০টি, (খ) বান্দরবানের উপজাতীয়—৩টি, (গ) সেনাবাহিনীর ২৪তম ডিভিসনের জিওসি কর্তৃক মনোনীত বান্দরবানের উপজাতীয়—১টি (ঘ) চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যান্য উপজাতীয়—৫টি (ঙ) চট্টগ্রাম বিভাগ বহির্ভূত উপজাতীয়—৪টি, (চ) সশস্ত্র বাহিনীর মনোনীত কমিশন প্রাপ্ত অফিসার—৪টি, (ছ) নেপাল রাজ্যের—১টি এবং (জ) সকল প্রকারের বিদেশী—২টি। সর্বমোট ১৮০টি আসন। এই সমস্ত আসন পূরণের ব্যবস্থার বিস্তারিত তথ্য ফরম সংগ্রহের সময় পাওয়া যাইবে। সাধারণ প্রার্থীদের আসনসমূহের অর্ধেক সংখ্যা সম্ভাব্য ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বিভাগের মহাবিদ্যালয়সমূহ হইতে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ প্রার্থী দ্বারা পূরণ করা হইবে।

৩। মহিলা প্রার্থীঃ এই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে পুরুষ অথবা মহিলার ক্ষেত্রে কোন ভেদাভেদ নাই। চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের কোন ছাত্রীনিবাস নাই, মহাবিদ্যালয়টি শহর এলাকার বাহিরে তের মাইল দূরে অবস্থিত এবং প্রার্থী এই মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাইলে তাহার অভিভাবককে তাহার অবস্থান ও যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। ভর্তি পরীক্ষাঃ ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পরীক্ষার গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র এবং ফাংশানের ইংলিশ পাঠ্যসূচী অবলম্বনে আগামী ২৬-১১-৮৩ ইং তারিখ সকাল ৯টা হইতে চারঘন্টা ব্যাপী এই মহাবিদ্যালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে এক ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হইবার জন্য এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীকে পরীক্ষার মোট নম্বরের ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) নম্বর অর্জন করিতে হইবে। উক্ত পরীক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য পূর্ববর্ণিত প্রচারপত্রে পাওয়া যাইবে। সশস্ত্র বাহিনীর ও তাহাদের মনোনীত বান্দরবানের উপজাতীয় এবং সকল বিদেশী প্রার্থীর ক্ষেত্রে এই ভর্তি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক নহে।

৫। আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমাদান পদ্ধতিঃ প্রতিটি ফরমের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর কোন শাখা হইতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, পাহাড়তলী শাখার বরাবরে চেয়ারম্যান ভর্তি কমিটি, চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়কে দেয় টাকা ৩০/- (ত্রিশ টাকা) হারে ব্যাংক ড্রাফটসহ অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়, ডাকঘরঃ চট্টগ্রাম ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, চট্টগ্রাম-এর নিকট লিখিত আবেদন করত আগামী ২৫-৯-৮৩ ইং তারিখ হইতে ডাকযোগে ১৯-১০-৮৩ ইং ও ব্যক্তি মাধ্যমে ২৫-১০-৮৩ ইং তারিখ পর্যন্ত শুক্র ও শনিবার এবং ব্যাংক এর ছুটির দিন ব্যতীত অন্য যেকোন দিন যে কেহ সকাল ৯-৩০ মিঃ হইতে বিকাল ৪-৩০ মিঃ এর মধ্যে ফরম সংগ্রহ করিতে পারে। রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে ফরম পাইতে হইলে প্রার্থীর ঠিকানা সংবলিত ৫"×১১" খামে টাকা ৪.৫০ এর অব্যবহৃত ডাকটিকিট লাগাইয়া আবেদন করিতে হইবে। অত্র মহাবিদ্যালয় হইতে সরবরাহকৃত আবেদনপত্র প্রত্যর্পণের বিশ টাকা ফিসসহ উহার প্রত্যর্পণের পদ্ধতি ভর্তি সংক্রান্ত প্রচার পত্রে পাওয়া যাইবে এবং এইরূপ আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ২৭-১০-৮৩ ইং। কোনরূপ ডাক বিভ্রাটের জন্য এই মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না। ড্রাফট এর বদলে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, পাহাড়তলী শাখার পে-অর্ডার ব্যতীত অন্য কোন কিছু গ্রহণ করা হইবে না।

৬। বিশেষ শর্তঃ ভর্তি সংক্রান্ত নিয়মাবলী সরকারী নির্দেশানুযায়ী স্থিরকৃত এবং সরকারী আদেশে যেকোন সময়ে পরিবর্তনযোগ্য। ভর্তিকৃত ছাত্রগণের ক্লাশ আগামী ৮-৭-৮৪ ইং রবিবারের পূর্বে আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

(আ ক ম রেজাউল করিম)
চেয়ারম্যান,
ভর্তি কমিটি, ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষ
এবং অধ্যক্ষ
প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়,
চট্টগ্রাম।

তবম—১০৯৮৭(১৩-৯)
জি—২৯২৭